নানক নিরংকারী

শ্রীশ্রীমা

নির্লিপ্তভাবে সংসারধর্ম পালন করিয়াও যে সৎধর্ম ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হওয়া সম্ভব, গুরু নানকদেবের সমগ্র জীবনবেধ তাহারই এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাঞ্জাবের লাহোর জেলার সন্নিকটে তালবন্দী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতি সাধারণ অবস্থাপন্ন এক ক্ষত্রিয় কৃষকের গৃহে ১৪৬৯খৃঃ রাস পূর্ণিমার দিবসে শ্রীনানকজীর শুভ আবির্ভাব ঘটে। সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়কর মহামানবগণের আবির্ভাবকালে যেরূপ সকল দেবগণ-মুনিঋষিবৃন্দ ও সিদ্ধগণেরা অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া অবতারের অবতরণে জগতের সৌভাগ্যে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, এই মহামানবের জন্মসময়েও সেইরূপ ৩৩ কোটি দেবতা, ৬৪ যোগিনীগণ, ৫২ বীর, ৭ ঋষি, ৮৪ কোটি সিদ্ধপুরুষ, ৯ নাথ তাঁহার স্তুতিগান করেন। আজন্ম সিদ্ধ এই দিব্য মহাত্মা জগতের বিশেষ প্রয়োজনে ''বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক'' নানকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাত্মাগণ দাবী করেন।

বাল্যকাল হইতেই নানক অন্যান্য বালক হইতে পৃথক স্বভাবের ছিলেন। সমবয়স্ক বালকগণের সহিতও ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহার রুচি হইত না। সর্বক্ষণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় গভীরভাবে নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতেই তাঁহাকে দেখা যাইত। পড়াশুনা বা কোন কাজকর্মেও তাঁহার মন লাগিত না। বাল্যকাল হইতেই নানকের মুখে নানা শাস্ত্রবাক্য প্রকাশ পাইতে থাকে। বাল্যে নানক অলসভাবে বসিয়া উদাসীনতায় দিন কাটাইতেন দেখিয়া একদা তাহার পিতা তাহাকে ক্ষেতিবারিতে কৃষিকর্মের জন্যে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি পিতাকে বলিলেন—

''ইহু তনু ধরতী বীজু করমা করো
সলিল আ-পাউ সারিঙ্গপাণী।
মনু কিরসাণু হরি রিদৈ জঁমাই লৈ
হউ পারসি পদু নিরবাণী।।''—অর্থাৎ, এই শরীর হল ধরিত্রীরূপ ক্ষেত্র আর সৎকর্ম সকল হল বীজ; শার্ঙ্গধর শ্রীহরির নামজপরূপ সলিল ইহাতে বিশেষরূপে সিঞ্চন কর। মনকে কৃষাণ করিয়া হৃদয়ে হরিরূপ অঙ্কুর জন্মাইয়া লও, অর্থাৎ হরিরূপ বৃক্ষ রোপন কর, এই প্রকারে ''নির্বাণ পদ'' লাভ করিবে।

''বিখৈ বিকার দুসট কিরখা
করে ইন তজি আতমৈ হোই ধিআঈ
জপুতপু সংযমু হোহি
জব রাখে কমলু বিগসৈ মধু আস্রমাই।।''— অর্থাৎ, দুষ্ট বিষয় বিকার তোমার জমিতে শস্য নষ্ট করে, অর্থাৎ, পঞ্চকামাদিরূপ মনবিকার শুভকর্মের সুফল নষ্ট করিয়া দেয়; অতএব ইহা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হও। জপ, তপ, সংযম যখন তোমার ক্ষেত্রকে রক্ষা করে তখনই তোমার অভ্যন্তরে হৃদয়-কমল বিকশিত হয় এবং মধুরূপ অমৃত ক্ষরণ হইতে থাকে। অর্থাৎ, জপ তপ সংযমাদির দ্বারা বিষয়-বিকারকে মন থেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলে মানব-হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে জ্ঞানপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে এবং তাহা হইতে অবিরত আনন্দরূপ অমৃত ক্ষরণ হইতে থাকিবে।

''অমলু করি ধরতী বীজু সবদো
করি সচ কী আব নিত দেহী পাণী।।
হোই কিরসাণু ঈমানু জংমা লৈ
ভিসতু দোজকু মূড়ৈ এব জানী।।''—অর্থাৎ, আপনার দেহরূপ ধরিত্রীর হৃদয়ক্ষেত্রকে নিষ্কাম কর্মদ্বারা (নিষ্কাম আত্মকর্ম দ্বারা) নির্মল করিয়া লও এবং তাহাতে গুরু-উপদেশ রূপ বীজ বপন কর ও সত্যরূপ জল তাহাতে সিঞ্চন কর। এই প্রকারে কিষাণ হইয়া আপন অন্তরে প্রকৃত সৎধর্মকে অঙ্কুরিত করিয়া কোনটি স্বর্গের পথ আর কোনটি নরকের পথ তাহা সঠিকভাবে অবগত হও।

শ্রীনানকদেব সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে তাহার পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে গুরুমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলে গুরুমহাশয় একখানি কাষ্ঠফলকে ৩৫টি বর্ণমালা লিখিয়া তাহা পাঠাভ্যাস করিতে নানককে দেন। নানক তাহা দর্শন মাত্রই প্রথমে উচ্চারণ করেন— ''ওঁ সতিগুরু প্রসাদি।'' এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞান ও শাস্ত্রে বালকের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় অচিরেই তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট ''নানকের শিক্ষার কিছুই অবশিষ্ট নাই'' বলিয়া প্রত্যার্পণ করেন। পরবর্তীকালে স্থিতপ্রজ্ঞ নানক বলিতেছেন—

''করতা সভু কো তেরৈ জোরি।

একু সবদু বীচারীঐ জাতু তা কিয়া হোরি।।"—অর্থাৎ, হে সৃষ্টিকর্তা প্রভু! সকলেই তোমার শক্তিতে শক্তিমান। যদি একাক্ষর ওঁ-কারের বিচার করি তাহা হইলে দেখি যে একমাত্র তুমিই আছ। তুমি ছাড়া অপর আর কি আছে?

শ্রীনানকদেবের প্রচারিত ধর্মে "গুরুই মূলতত্ত্ব"। গুরু ব্যতীত তিনি অন্য দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। গুরুই ওঙ্কারস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতিভূ সাক্ষাৎ ভগবান। তাই অবশিষ্ট জীবনব্যাপী নানকদেব শ্রীগুরুর মহিমাই কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা ঃ—

"মেরে ঠাকুর পূরৈ তখতি অডোলু।

গুরুমুখি পূরা জে করে পাঈঐ সাচু অতোলু।।"—অর্থাৎ, হে আমার পূর্ণঠাকুর! তোমর আসন কখনও দোলে না, সদা অটল রহে। মুখ্যগুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু যদি কৃপা করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন তবেই সেই সত্যস্বরূপ অতুলনীয় প্রভুকে লাভ করা যায়।

"প্রভু হরি মংদরু সোহনা তিসু মহি মাণক লাল।
মোতী হীরা নিরমলা কংচন কোটরীসাল।
বিনু পউড়ী গড়ি কিউ চড়উ গুরু হরি ধিআনি নিহাল।।"

—অর্থাৎ, এই মনুষ্য দেহ প্রভু হরির মন্দির; তাহা অতি শোভন ও সুন্দর। তাহাতে লাল মাণিক আছে, বৈরাগ্যরূপী মোতি আছে ও জ্ঞানরূপী নির্মল হীরক আছে। এই মনুষ্যদেহ আনন্দদায়ক কাঞ্চনের দুর্গস্বরূপ। এই দুর্গে সোপান বিনা কি প্রকারে চড়িবে? অর্থাৎ, কি প্রকারে দুর্গ-মধ্যস্থিত হরিকে প্রাপ্ত হইবে?—উত্তর— গুরু-উপদেশে শ্রীহরির ধ্যানে নিহাল বা কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

"গুরু মিলিঐ সুখু পাঈঐ অগনি মরৈ গুণ মাহি।।" অর্থাৎ, গুরু লাভ হইলে যে গুণ বা দৈবী সম্পদ লাভ হয় তাহার মধ্যে মনে তৃষ্ণারূপী অগ্নি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং আনন্দপ্রাপ্তি হয়।

"জোতী জোতি মিলাঈঐ সুরতী সুরতি সংজোগু।।
হিংসা হউমৈ গতু গত্র নাহী সহসা সোগু।
গুরুমুখি জিসু হরি মনি বসৈ তিসু মেলে গুরু সংজোগু।।"

—অর্থাৎ, যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা মিলন হয় তখন জ্যোতি জ্যোতির সহিত মিলিয়া যায়। তখন হিংসা এবং অহংকার বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সংশয় ও শোক থাকে না। গুরু কৃপায় যাহার মনে শ্রীহরি বসেন তাহার গুরু সংযোগ হয় অর্থাৎ মহান শ্রেষ্ঠ সংযোগ লাভ হয় বা ব্রহ্মসংযোগ প্রাপ্তি হয়।

উপরিউক্ত মহাত্মা নানকজীর উপলব্ধিত সত্যের বাণী সনাতন সত্যের শাস্ত্র সমন্বিত বাণীর মতন। যেমন পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে, "সংযোগো যোগ ইত্যাহুজীবাত্মা-পরমাত্মনোঃ"—অর্থাৎ, যখন জীবের চিত্তবৃত্তি পরমেশ্বরে একান্তভাবে সমাহিত হয়, তখন জীব পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যায়, যেমন অগ্নিশিখা অগ্নিশিখার সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। আবার দেখা যায় যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১/১৪/৪৫) আছে—"এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মা-নমাত্মনি। বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্।।" —অর্থাৎ, "হে সর্ব্বাত্মন! এবংবিধ সমাহিত বুদ্ধি মহাভূত তেজে যেমন দীপাদি জ্যোতিযুক্ত হয় তদ্রূপ পরমাত্মা আমাতেই আত্মা সংযুক্ত করিবেন।।" শ্রীনানকজী আজন্ম পরমেশ্বরের শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত ছিলেন; তাই তিনি "নানক নিরংকারী"।

সহায়ক গ্রন্থ : শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

পিতৃগণের পূজা-মাহাত্ম্য

স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধিস্থলই পিতৃলোকের স্থান। পিতৃগণের পূজা না করে কোন দেবকার্য্য করা যায় না। পিতৃগণ প্রসন্ন না হলে কেহ দেবতার কাছে পৌঁছতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের উপাখ্যান পড়লে ইহা বুঝা যায়। ধ্রুবের পিতার নাম উত্তানপাদ। সংসারে সম্পূর্ণ লিপ্ত হয়ে দুইপদ স্থাপন করলে চলবে না, অন্তর্মুখীন হয়ে এক পা অন্ততঃ তুলে রাখাই হল—উত্তানপাদ। ধ্রুব নক্ষত্রের ওপরে আকাশে এই উত্তানপাদ নক্ষত্র দেখা যায়। ধ্রুবের মায়ের নাম সুমতি—মতি স্থির অর্থাৎ ধ্রুব বিশ্বাস এবং সৎমায়ের নাম সুনীতি বা উত্তম নীতি। সেজন্য তাঁর ছেলের নাম উত্তম। রাজকার্য্য পরিচালনা করতে গেলে উত্তম নীতির প্রয়োজন। ধ্রুব সিংহাসনে পিতার ক্রোড়ে বসতে গেলে সৎমা ভর্ৎসনা করে বলেন—"তোমার ওস্থান নয়, ইহা আমার পুত্র উত্তমের স্থান।" ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে নিজ মাতাকে সব বললে মাতা ধ্রুবকে সব কথা মধুসূদনদাদাকে জানাতে বললেন। ধ্রুবও সহজ সরল বিশ্বাসে বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধুসূদনদাদার সন্ধান করতে করতে পুলহ, পুলস্ত, নারদ প্রভৃতি সাতজন ঋষির সাক্ষাৎ পেলেন। ইঁহারাই পিতৃগণ। ইঁহারা ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেন। আকাশ-মণ্ডলে ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটে সপ্তর্ষি মণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুব বিষ্ণুমন্ত্র জপধ্যান করে পরমপদ লাভ করেন।

—সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা